R.N N0. 2532/57 Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার – সম্পাদক

১০০ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই আষাঢ় ১৪২০ ৩রা জুলাই, ২০১৩ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

এম.এল-এর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আনলেন ঠিকাদাররা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর কনট্রাকটর এন্ড বিল্ডার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত সতের জন ঠিকাদারের স্বাক্ষর যুক্ত একটা অভিযোগপত্র পাঠানো হয়েছে রঘুনাথগঞ্জ-১ এর বি.ডি.ওর কাছে। তাতে বলা হয়েছে - 'আমরা এতদিন বিভিন্ন ফান্ডের বরাদ্দ অর্থের কাজের জন্য বেনিফিসিয়ারী কমিটির প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে বিল পেয়ে এসেছি। বর্তমানে এম.এল.এ কোটার কাজের Complete Certificate পাওয়ার জন্য ২-৩ শতাংশ হারে টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছি। এমন কি টাকা দিতে না পারলে Certificate পাচ্ছি না। ফলতঃ ওভারসীয়ার বিল করতে চাইছেন না।' এ প্রসঙ্গে এলাকার এম.এল.এ মহঃ সোহরাব জানান -'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এম.এল.এ কোটায় কাজের শেষে ওভারসীয়ার জানালেই আমি সি.সি দিয়েদি। এর মধ্যে কোন লেনদেনের ব্যাপার নেই। আমার ইমেজ নষ্ট করার একটা চক্রান্ত।' রঘুনাথগঞ্জ-১ র বিডিও বুদ্ধদেব দাসের কথা – 'প্রথমত ঘুষ দিয়ে অভিযোগ। এছাড়া কোন্ কাজে টাকা দিয়েছে তার কোন উল্লেখ নেই অভিযোগপত্রে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে এ নিয়ে কোন তদন্ত হবে না।''

লালগোলা মহারাজা রোডের বিদ্যুৎখুঁটি সরাতে ২৫ লক্ষ টাকার কোটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা মার্কেট কমপ্লেকসের একতলার ঢালাই কাজ শেষ। সেখানে এখন প্লাস্টার চলছে। ওখানকার দোকানদারদের জন্য পুর কর্তৃপক্ষ সাটার গেটসহ ঘরের মূল্য ২০০০ টাকা স্কোয়ার ফুট নির্দ্ধারণ করেছেন। দোকানদাররা ১০০০ টাকা স্কোয়ার ফুট করার আবেদন জানিয়েছেন। বোর্ড অব কাউন্সিলারদের সভায় এ ব্যাপারে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অন্যদিকে শহরের পরিধি উত্তরোত্তর বাড়ছে, পাশাপাশি বাড়ছে রাস্তা ও ড্রেন। সাফাই কাজে ৮৪ জন হরিজনের মধ্যে অবসর ও রোগভোগে মৃত্যুর পর বর্তমানে দু'পারের সাফাই পরিষেবায় ৫৫ জন স্থায়ী কর্মী বাদে আরো ৩৮জন ঠিকা কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এদের পারিশ্রমিক হিসাবে মাসে দু'লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। যেমন ব্যয় হচ্ছে শহর এলাকার যানজট প্রতিরোধে ওয়ার্ডেন নিয়োগে প্রতি মাসে ৯০ হাজার টাকা। জানা যায় - জঙ্গিপুর হাসপাতাল এলাকা থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক পর্যন্ত লালগোলা মহারাজা রোড চওড়ার কাজ প্রায় শেষের দিকে। রাস্তা চওড়ার কারণে ইলেকট্রিক পোলগুলো কিছুটা সরানোর পর পীচের কাজ শুরু হবে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে এব্যাপারে কোটেশন চাওয়া হলে দপ্তর ২৫ লক্ষ টাকার কোটেশন দেয়। পোল সরাতে এত টাকা ব্যয়ে অপারগ পুরসভা। তাই এলাকাবাসীর স্বার্থে ও চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্যে খরচের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল হতে অনুরাধ জানিয়ে পুরসভা বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ইঞ্জিনীয়ারকে চিঠি দিয়েছে। সুভাষ দ্বীপ প্রসঙ্গে জানা

৪পাতায়

চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা ফার্স্ট পোলিং অফিসার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিভিন্ন সরকারীদপ্তরের চতুর্থ শ্রেণী কর্মীদের ফার্স্ট পোলিং অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এই সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদে জঙ্গিপুর হাসপাতালের অক্ষরজ্ঞানশূন্য কয়েকজন সুইপার ও হেল্পার জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে লিখিত প্রতিবাদপত্র জমা দিয়েছেন বলে খবর। প্রতিবাদপত্রে তাদের পক্ষে ভোটার তালিকা পর্যবেক্ষণ বা গণনায় প্রিজাইডিং অফিসারকে সাহায্য কোনটিই সম্ভব না উল্লেখ করেছেন বলে জানা যায়।

ভোট প্রার্থী মনির অন্তরালেই থাকলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনিরুজ্জামান আরাফাতসহ আরো দু'জন ভোটের আগে অন্তরালেই থেকে গেলেন। গত ২৭ জুন চতুর্থবারের জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়ে পুনরায় ১৪ দিন হাজতবাসের নির্দেশ দিলেন জঙ্গিপুরের জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। অন্যদিকে খবর

(৪ পাতায়)

এলাকায় সিপিএমের প্রবর্তক পার্থসারথি নাথ পরলোকে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জে সিপিএমের প্রবর্তক এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি পার্থসারথি নাথ(৭৫) ২৮ জুন কোলকাতায় তাঁর বাসভবনে পরলোকগমন

(৪ পাতায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই আষাঢ় বুধবার, ১৪২০

আত্মশুদ্ধি বড় প্রয়োজন

দেশে জন্মিলে দেশ আপনার হয় না, দেশকে ভালোবাসতে হয়, তাহাকে আপনার আপনজন, আত্মার আত্মীয় বলিয়া ভাবিতে হয়। তবেই দেশ আপনার হয়। দেশের সুখ দঃখ অর্থাৎ দেশের মানুষের সুখ দঃখকে আপনার বলিয়া ভাবিতে শেখাই হইতেছে দেশপ্রেম। দেশের মানুষের নিকটে দেশ হইতেছে জননীস্বরূপা। জননী সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, বুকের স্তন্য দিয়া তাকে বড় করিয়া তোলেন। আর দেশ জননী তাহার সন্তানদের আপনার বুকের উপর স্থান দিয়া পরিপোষণ করিয়া থাকেন। মায়ের প্রতি যেমন সন্তানের কর্তব্য থাকিয়া যায়, দেশ জননীর প্রতিও তেমনি কর্তব্য এবং ঋণ থাকে দেশবাসী সন্তানদের। গর্ভধারিণী মাতার ঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি দেশ মাতৃকার ঋণ দেশের সন্তানদের ক্ষেত্রেও সমান অপরিশোধ্য। গর্ভধারিণীর মত দেশ মাতৃকার প্রতি সর্ববিষয়ে যত্নবান হওয়া সন্তান সন্ততিদের অবশ্য কর্তব্য। মহামানবের সাগরতীর এই ভারতবর্ষ। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বে এই ভারতভূমি ছিল শাপভ্রষ্টা অহল্যার মত পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দিনী। শৃঙ্খল মুক্তির জন্য সেদিন আসমুদ্র হিমাচলের মানুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে একপ্রাণ একতা লইয়া সংগ্রাম করিয়াছিল বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতার ফুটন্ত সকাল আনিবার জন্য মৃত্যুপণ করিয়াছিল কত শত শহীদ বীর সন্তানেরা। সেদিন মুক্তির সোপানতলে কত শত প্রাণ উৎসর্গিত হইয়াছিল। চলিয়াছিল রাত্রির তপস্যা। প্রাক্ স্বাধীনতার পর্বে দেশের মানুষের কাছে দেশ ছিল সব কিছুর উপরে। তাহার জন্য অনেকেই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, আপন স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, বিপদকে বরণ করিয়াছে, হাসিমুখে মৃত্যুপাশ আপন গলায় পরিয়াছে। কারণ তাহারা জানিত প্রাণের চাইতে ত্রাণ বড়। স্বাধীনতা হীনতায় বাঁচিয়া থাকার সুখ নাই। তাই দেশের স্বাধীনতার জন্য এই দেশের মানুষ বুলেটের সামনে বুক পাতিয়া দিয়াছে। আবার কেহ ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াইয়া রজ্জুকে আলিঙ্গন করিয়াছে। গাহিয়াছে জীবনের জয়গান। আজ ক্ষুদিরাম-বিনয়-বাদল-দীনেশের মত বীর শহীদদের কথা বার বার মনে পড়ে। লজ্জা হয় আমরা তাহাদের উত্তরসুরী বলিতে। কাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা কতজন নিবেদিত প্রাণ হইতে পারিয়াছি ? দেশকে ভালো না বাসিয়া নিজেকে, নিজের স্বার্থকে ভালোবাসিয়াছি। দেশপ্রেমের মিথ্যা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া আপন আপন স্বার্থের সেবা করিয়া চলিয়াছি। ধর্মের নামে, সাম্প্রদায়িকতার নামে, সন্ত্রাসের নামে, প্রাদেশিকতার নামে এই দেশের মানুষ আমরা আজ মাতৃভূমির পবিত্র অঙ্গনকে কলুষিত, কলঙ্কিত, করিয়া চলিয়াছি। স্বার্থপরতার ক্ষমতা লোলুপতার যূপকাষ্ঠে দেশমাতৃকা আজ একপ্রকার বলিপ্রদত্ত হইয়া চলিয়াছে। আমরা কি একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি কত প্রাণের মুল্যে কেনা হইয়াছে জননীন বন্ধন মুক্তি ? দেশবাসীর চিত্তলোকের অগ্নি শুদ্ধির শপথ লইবার দিন কবে আসিবে ?

'শব্দ কোর না–ভগবান নিদ্রা গেছেন'

মানিক চট্টোপাধ্যায়

মানুষ বাস করে একটা সমাজে। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে বিভিন্ন চাহিদা থাকে। তার মধ্যে প্রধান চাহিদা দুটি –জৈবিক আর মনোবৈজ্ঞানিক বা সামাজিক চাহিদা। মানুষের সামাজিক চাহিদার মধ্যেই পড়ে দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা। আজ স্বাধীন ভারতবর্ষে এই সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা বিপন্ন। খুন-ধর্ষণ-রাহাজানি-চোরাকারবার-যত ধরনের জঘন্যতম অপরাধ আছে সেগুলো আকছার ঘটে চলেছে। পাশাপাশি সমাজ সভ্যতার বিবর্তন ঘটছে। পরিবর্তন ঘটেছে সব কিছুতেই। এই পরিবর্তন মানুষকে ঘিরেই। জনজোয়ারে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে কোন রাজনৈতিক দল। অবাক জনজোয়ারেই খড়কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে তাদের অপছন্দের দলকে। তাই যে কোন পরিবর্তনে গণদেবতার একটা সক্রিয় ভূমিকা থেকেই যায়। দুর্ভাগ্যের কথা দেশের যাঁরা কান্ডারী

(পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

মানসিকতায় দাসত্বের ধারা প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত ১২ই জুন ২০১৩ অনুপ ঘোষালের 'মানসিকতাই দাসত্বের ধারা' প্রবন্ধটি অভিনব উপস্থাপনার মাধ্যমে লেখক একশ্রেণীর ভারতবাসীর দাসত্বের মানসিকতা ও তার ধারাবাহিকতা কীভাবে আজও বজায় থেকে স্বাধীন ভারতে স্বাধীন মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনাকে বিপন্ন করছে তার একটা ইঙ্গিত দিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্ব সব যুগে সব সরকারের আমলে আমাদের দেশে অর্থ কৌলীন্য ও তথাকথিত আভিজাত্যের অধিকারী। বিশেষ বিশেষ পরিবার থেকে আসে। সরকার বা ক্ষমতাসীন দল বদলের সাথে সাথে তারাও বদলে যায়। দল বা দলীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্য তাদের কাছে বড় নয়। ক্ষমতা দখলই বড় কথা। আর আমরা অনেকেই এই Ruling Elite বা শাসক শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য বজায় রেখে দাস সুলভ মানসিকতার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছি এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ (পারিবারিক বা শাসক শ্রেণীর কৌলীন্যের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে) অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে ভুলে গেছি। প্রবন্ধটিতে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতির এই চিত্রটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাহলে আজও কি আমরা ব্রিটিশশাসিত ভারতের দাসসুলভ মানসিকতা থেকে মুক্ত হতে পারিনি ?

কাশীনাথ ভকত, রঘুনাথগঞ্জ

রঘুনাথগঞ্জ : স্থান-কাল-নাম

হরিলাল দাস

এখনকার দিঘা আসলে ছিল জেলেদের গ্রাম বিরকুল! ডায়মন্ডহারবার ছিল হাজিপুর ? এসব কথায় আমরা কান দিচ্ছি। কারণ, গবেষণা করে এসব বের করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, এই নিয়ে লিখেছেন বই। কালে কালে স্থানের নাম পরিবর্তন ঘটেছে– আছে তার ইতিহাস। অথচ আঞ্চলিকভাবে এসব নিয়ে তো গবেষণা হচ্ছে না। এখানেও মহাবিদ্যালয় রয়েছে, কলেজের শিক্ষকরা গবেষণা করছেন, ডক্টর হচ্ছেন, পদোন্নতি হচ্ছে। 'আসিবে, সেদিন আসিবে'- আসুন, আমরা সাবেক ইডেন হাসপাতালের পাশ দিয়ে পশ্চিম মুখে এগিয়ে যাই। আগে এসব জায়গায় তেমন জনবসতি ছিল না। এখন হয়েছে। পথের উত্তর দিকে যা ছিল পন্ডিত বাগান, লিচু বাগান,সেখানে এখন সব বাড়ি তৈরি হয়েছে। পথের দক্ষিণেও তাই গড়ে উঠেছে অরবিন্দ ভবন, অরবিন্দ পল্লী, আরও দক্ষিণে সুকান্ত পল্লী। আর সরকারী গোডাউনের পাশে পশ্চিম দিকে মুখ্য ডাকঘর, রবীন্দ্রভবন। গোডাউন গা ঘেঁষে পূর্বদিকে বটমূলে বৈশাখে হয় নামকীর্তন, আষাঢ়ে রথ, শরতে দুর্গাপুজো।

গোডাউন রাস্তার দক্ষিণে একেবারে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন ভবন এলাকা পর্যন্ত ঘন বসতি। রাস্তার দক্ষিণে একেবারে মহকুমা হাসপাতাল পর্যন্ত একই অবস্থা। এই এলাকাও ছিল উলুখড়ের মাঠ। তার দক্ষিণে রাস্তার পারে বাগানবাড়ি - টি.পি.ধরের। ইনি ছিলেন নিত্যকালী দেবীর ভাই এবং এস্টেটের ম্যানেজার। এক সময় ১৯১২-১৯১৯ জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। সে সময় তিনি পুর এলাকায় অনেকগুলো বড় বেড়ের পাকা ইন্দারা নির্মাণ করেন পানীয় জলের জন্যে। তাঁর সময়েই কারমাইকেল সাহেব এখানে আসেন ষ্টীমার যোগে। সেই স্মৃতিতে নির্মিত হয় কারমাইকেল রোড – বর্তমানে দাদাঠাকুর মঞ্চ থেকে পশ্চিম দিকে যে রাস্তা এসেছে সেই রাস্তার নাম। রাস্তার দুপাশে ছিল বটল পামের সারি। এখনও দু একটি গাছ অতীতের সাক্ষ্য দেয়। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর থমাস গিবসান কারমাইকেল সাহেবের নামটা এখনও চালু। রঘুনাথগঞ্জ - জঙ্গিপুর যাবার সদর খেয়া ঘাটের সংযোগ রাস্তা রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে আছে। উত্তরে বালিঘাটা আর দক্ষিণে মহা শ্মশান। কাঠের চুল্লিতে শবদাহ ব্যবস্থা ছিল। তখন কাঠ সরবরাহ করত ঠিকাদার সংস্থা। সম্প্রতি বৈদ্যুতিক চুল্লি চালু হয়েছে। এখন পুর কর্তৃপক্ষ

(পরের পাতায়)

শব্দ কোরো না .....(২য় পাতার পর)

তাঁরা একথাটা প্রায়শঃ বিস্মৃত হন। মানুষের সুখ-দুঃখ-অনুভূতিগুলো তাঁরা উপেক্ষা করেন। নিজেদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিচার করার চেষ্টা করেন। দেশের নাগরিকদের স্পষ্ট ভাষণ তাঁদের বড় অপছন্দের। তাঁরা হয়ে ওঠেন অসহিষ্ণু। তখনই শুরু হয় সংঘাত। আজ আমাদের রাজ্যে আইনব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সমাজের প্রতিটা স্তরে বিশৃঙ্খলা। এক সার্বিক নৈরাজ্য। কোন সামাজিক নিরাপত্তা নাই। পৃথিবীর অর্ধেক আকাশ জুড়ে থাকে নারীরা। এই নারী সমাজ আজ অসহায়। তাদের সম্ভ্রম আজ বিধ্বস্ত। এ কোন্ বাংলা। আমরা গর্ব করে বলি রবীন্দ্রনাথের সোনার বাংলা। জীবনানন্দের রূপসী বাংলা। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের বাংলা। এই বাংলাতেই ক্ষণজন্মা আঠারো বছর বয়সের কবি রাণারের জীবনযন্ত্রণার গান লিখেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র - দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন - বাংলার বাঘ আশুতোষ - শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়দের পদচিহ্নে গর্বিত এই বাংলা। মাস্টারদা - বিনয় -বাদল - দীনেশ -ক্ষুদিরামের সংগ্রাম ক্ষেত্র এই বাংলা। বিদ্যাসাগর-রামমোহন-মাইকেল মধুসূদন-দ্বিজেন্দ্রলাল-বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব - এঁদেব আমরা উত্তরসূরী। দুর্ভাগ্যের কথা - মাতঙ্গিনী হাজরার এই বাংলাতেই আজ সংগঠিত হচ্ছে নারীদেহের উপর পৈশাচিক আক্রমণ। কামদুনি - গেদে – গাইঘাটা- রাজ্যের সর্বত্রই চলেছে এই নারকীয় আক্রমণ। উত্তর চব্বিশ পরগণার প্রত্যন্ত গ্রামের এক দীন মজুর পরিবারের মেয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন দেখেছিল। স্নাতক স্তরের ছাত্রী। লড়াকু মেয়ে। এক নির্জন দুপুর। পরিত্যক্ত এক কারখানার প্রাচীরের মধ্যে তার স্বপ্ন চিরতরে হয়ে গেল স্তব্ধ। একদল বিকৃতকাম যৌনপশুর কাছে তার ভবিষ্যৎ হয়ে গেল চূর্ণবিচূর্ণ। আজ সারা দেশে সে এক প্রতিবাদী মুখ। ক্ষোভের আগুনে পুড়ছে সারা দেশ। মাইক্রোফোনে রবীন্দ্রনাথ। আলোকের ঝর্ণাধারায়.....। তার তালে তালে এই সব অপশক্তির মাতন।

সাধারণ মানুষ চায় শান্তি। আত্মমর্যাদা। পরিবারের নিরাপত্তা। অবশ্য এটা সব মানুষই চায়। স্বাধীনতার এত বছর পরেও মানুষের ন্যূনতম চাহিদাগুলো পূরণ হলোনা। মানুষ আজ অসহায়। তাদের পুঞ্জীভুত ক্ষোভ-বেদনা-হতাশা একদিন শাসন ব্যবস্থার ঘুম ভাঙাবেই। কারণ সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসে মানুষই শেষ কথা বলে।

রঘুনাথগঞ্জঃস্থান-কাল-নাম .....(২য় পাতার পর)

নির্দিষ্ট হারে টাকা নেয়। ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। এতে পরিবেশ দূষণ হয় না।

শ্মশান ঘাট থেকে উত্তরে কারমাইকেল রোড পর্যন্ত ভাগীরথী নদীর পার ধরে হাঁটা পথ ছিল, আজ আর নেই। এখন বসত বাড়িও হয়েছে। আগে ছিল চাষ জমি কারমাইকেল রোডের উত্তরে বালিঘাটার কোল পর্যন্ত ছিল চাষ জমি। এখন সেখানেও বসত বসেছে, কিন্তু হাঁটা পথটি টিকে আছে। এই ভাবে জমি ঘুচিয়ে বসত হবার কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি আর এই নিচু এলাকা এখন বর্ষাকালে বন্যা প্লাবিত হয় না। (চলবে)

আমিন
তরুন সরকার
Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমি জরিপ এবং সাইড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন - 9775439922
গ্রাম-ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

মুন্দ্রা ব্রীক ফিল্ড
প্রোঃ – কৃষ্ণ কুমার মুন্দ্রা (বুড়ো)
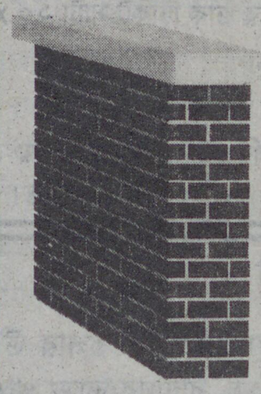
মজবুত বাড়ী তৈরী করতে ভালো ইঁটের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।
তালাই বাস স্টপেজ (৩৪ নং জাতীয় সড়ক)
মোবাইল নং – 935989804 / 9434000757

✹ আসল গ্রহরত্ন ✹ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলী ✹ মনের মতো স্বর্ণালঙ্কার
স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ ✦ হরিদাসনগর ✦ কোর্টমোড় ✦ মুর্শিদাবাদ
ফোন ঃ ৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৮০০৮৮৯০৮৮
"স্বর্ণকমল স্বর্ণসঞ্চয় প্রকল্প"–এর মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার সঞ্চয় করে নিন। বিশদ জানতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
E-Mail : nilratan.msd@gmail.com.
: nilratan.nath@yahoo.in.
Fax : 03483-267814

মাদক বিরোধী দিবসে স্কুল ছাত্রদের নিয়ে মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ থানার আই.সি-র উদ্যোগে ২৬ জুন মাদক বিরোধী দিবস পালন করা হয়। এই উপলক্ষে এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এক শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে । সেখানে এস.পিও উপস্থিত ছিলেন। হেরোইন জর্জরিত এলাকায় এই ধরনের র‍্যালির তাৎপর্য অবশ্যই আছে।

পঞ্চায়েতে মহকুমায় কোন্ দলে কতজন প্রতিদ্বন্দ্বী

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে জঙ্গিপুর মহকুমার সাতটি ব্লকে গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট প্রতিদ্বন্দ্বী ৪০৮৭। এর মধ্যে কংগ্রেস ১০৬১, সি.পি.এম ৮৫৫, তৃণমূল কংগ্রেস ১০৫৯, ফঃ ব্লক ২০, আর.এস.পি ১৪৯, বিজেপি ১৮৪, সিপিআই ৩, বিএসপি ২, এন.সিপি ৫, অন্যান্য দল ১৪৮ এবং নির্দল ৬০১। পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেস ১৯৪, সিপিআইএম ১৫৮, তৃণমূল কংগ্রেস ২০৮, আরএসপি ২২, বিজেপি ৪৮, এনসিপি ১, ফঃ বঃ ২, অন্যান্য দল ৩৭, এবং নির্দল ১৪০। জেলা পরিষদে কংগ্রেস ১৯, সিপিআইএম ১৬, তৃণমূল কংগ্রেস ১৯, বিজেপি ৯, আরএসপি ৩, এনসিপি ১, অন্যান্য দল ৪৪, নির্দল ৯।

পার্থসারথি নাথ পরলোকে ..... (১ পাতার পর)

করেছেন। ১৯৬৫-৬৬ তে খবরের কাগজের গায়ে আলতা দিয়ে পার্টির নানা পোষ্টারও শহরের দেয়ালে দেয়ালে লাগানো হয়। তার সহকর্মী হয়ে পাশে দাঁড়ান নিমাই সেনগুপ্ত, অরুণ শুক্ল, সুশীল মুখার্জী, হারোয়া গ্রামের আব্দুল ওহাব, ডাঁই - এর জনৈক ঘোষ ছাড়া দু'জন মুসলিম ব্যক্তি। যাঁরা বর্তমানে বাংলাদেশে। পরবর্তীতে ১৯৬৮তে দলে যোগ দেন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, বালক মুখার্জী প্রমুখ। সর্বসম্মতিক্রমে পার্থসারথি নাথকে জঙ্গিপুর লোকাল কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৭৬ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে থাকেন। তিনি জেলা কৃষক সভার সদস্যও ছিলেন। একসময় মিঞাপুরে চাল বিক্রী থেকে দৈনিক পত্রিকার এজেন্টও ছিলেন। এ প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বলেন - আমাদের রাজনীতির হাতে খড়ি পার্থদার কাছে। '৬৮ সাল থেকে বহু ঘটনায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীতে পারিবারিক চাপে ও বিভিন্ন ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে সখ্যতা শেষদিন পর্যন্ত ছিল।

আমাদের প্রচুর স্টক
আষাঢ় – শ্রাবণের বিয়ের কার্ড নিতে
সরাসরি চলে আসুন
নিউ কার্ডস ফেয়ার
দাদাঠাকুর প্রেস
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ০৩৪৮৩ - ২৬৬২২৮)

বিদ্যুৎখুঁটি সরাতে ..... (১ পাতার পর)

যায়, প্রায় দু'বছর আগে পুরসভাকে চিঠি দিয়ে সুভাষ দ্বীপ উন্নয়নে কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুরের কথা জানিয়ে একটা চিঠি আসে রাজ্য পর্যটন দপ্তর থেকে। এরপর সুভাষ দ্বীপ সম্পর্কীয় কোন কিছুই জানানো হয়নি। বর্তমানে সুভাষ দ্বীপে যে-সব কাজ চলছে সে ব্যাপারেও পুর কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ অন্ধকারে। এক সাক্ষাতকারে এ তথ্য জানান পুরপতি মোজাহারুল ইসলাম।

মনির অন্তরালেই থাকলেন ..... (১ পাতার পর)

- নির্দল প্রার্থী মনির শেষ মুহূর্তে ভোটে দাঁড়ালেও তাঁর হয়ে নাকি এলাকায় কোন প্রচার নেই। নেই তাঁর স্ত্রীর ক্ষেত্রেও। সেখানে দলের প্রচারে ব্যস্ত মনিরুদ্দিনের সহোদর এলাকার তৃণমূল নেতা তপন সেখ।

SOCIAL DEVELOPMENT BANK
Umarpur, Ghorsala, Raghunathganj,
Murshidabad, Pin No. 742225,
West Bengal, India
Help Line -03483-266323

Social Development Bank (Rural Bank) এর জন্য নিম্নলিখিত পদগুলিতে (Casual) দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে

Name of post	Seat Available	Salary	Age	Qualification
Manager	5	12000	21-35	Graduate or above
Cashier	5	10000	21-35	B.Com or above
Field Officer	5	8000	21-35	Graduate or above
Receptionist (Only Ladies)	5	8000	18-35	H.S or above
Peon	5	6000	18-35	M.P or above

লিখিত পরীক্ষা এবং interview এর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন - ১) এখনকার তোলা রঙীন Passport মাপের ছবি ২ কপি ২) শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রত্যয়িত নকল ৩) বাসিন্দার Certificate এর প্রত্যয়িত নকল ৪) নিজের নাম ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার ডাক টিকিট সাটা ২০ x ১০ সেমি মাপের একটি খাম।
খামের উপরে ডান দিকে বড় হরফে পদের নাম উল্লেখ করবেন।
দরখাস্ত পাঠাতে পারেন সাধারণ ডাকে বা সরাসরি এই ব্যাঙ্কের ঠিকানায়
দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১২/০৭/২০১৩ বৈকাল ৪টা পর্যন্ত।

বাড়ী ভাড়া
দরবেশপাড়ায় মেন রাস্তার ধারে বাসস্থানযোগ্য ১ তলার উপর single ঘর, attach পায়খানা, বাথরুম, রান্নাঘর ভাড়া পাওয়া যাইবে।
যোগাযোগ- ৯৭৪৯৭১২১৩৪, ৯৭৪৯৭১২১৩২

জঙ্গিপুরের গর্ব
আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।
জঙ্গীপুর গিনি হাউস
শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম
গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।